STUDY MATERIALS
SEMESTER -3
COURSE -6

ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে মার্টিন লুথারের অবদান আলোচনা করো।

ইউরোপের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন মার্টিন লুথার। তিনি ছিলেন ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, বিপ্লবী ও পথপ্রদর্শক। ১৪৮৩ খ্রিঃ জার্মানির স্যাক্সনি প্রদেশের ইসলীবেন গ্রামের এক কৃষক পরিবারে লুথার জন্মগ্রহণ করেন। এরকূট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের পর তিনি ১৫০৭ খ্রিঃ সন্ন্যাসী সংঘে যোগ দেন। পরের বছর তিনি উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৫১০ খ্রিঃ তিনি রোমে ভ্রমণের সময় পোপ ও যাজকদের নৈতিক অধঃপতন ও দুর্নীতি দেখে হতাশ হন এবং জার্মানিতে ফিরে এসে রোমান চার্চের অন্যায়ের সমালোচনা শুরু করেন।
মার্টিন লুথার খ্রিষ্টধর্মের মূল নীতিকে ব্যাখ্যা করে 'ব্যাবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে। এতে তিনি পোপকে ধর্মগুরু হিসাবে মানতে অস্বীকার করেন এবং বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে সম্পত্তির ওপর সকলের সমান অধিকারের কথা প্রচার করেন। মার্টিন লুথারের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পোপ দশম লিও তাঁকে 'নাস্তিক' বলে আখ্যা দেন। এছাড়া লুথারকে খ্রিষ্টধর্ম থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করে এক আদেশনামা পাঠান।

'ইনলডালজেন্স' হল পোপের মতে পাপমুক্তির পত্র। অর্থ উপার্জনের জন্য পোপ অন্যায়ভাবে ইনডালজেন্স বিক্রি করতেন। রোমে সেন্ট পিটার গির্জা সংস্কারের কাজ শুরু হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আদায় করতে পোপ দশম লিও-র প্রতিনিধি টেট্‌জেল ১৫১৭ খ্রিঃ জার্মানিতে এসে ইনডালজেন্স বা মার্জনাপত্র বিক্রি শুরু করেন। মার্টিন লুথার চার্চের এই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। পোপের অন্যায় কাজের বিষয়ে লুথার অক্টোবর মাসে (১৫১৭ খ্রিঃ) ৯৫টি প্রশ্ন রচনা করে তা উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ঝুলিয়ে দেন এবং পোপের উত্তর দাবি করেন। লুথারের এই '৯৫ থিসিস'-এর প্রশ্নগুলি জার্মানির সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। লুথারের ৯৫টি প্রশ্ন সমূহের প্রত্যুত্তরে টেটজেল ১০৬টি অ্যান্টি থিসিস বা পাল্টা প্রশ্ন ছাপিয়ে প্রচার শুরু করলে জার্মান ছাত্ররা তা আগুনে পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়। ইতিমধ্যে মেলঙ্কথন নামে একজন সংস্কারক লুথারের সঙ্গে যোগ দিলে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া জার্মান রাজশক্তিও পরোক্ষভাবে লুথারকে সমর্থন জানিয়েছিল।

লুথার রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার কথা বলেন। তাঁর মতে সমাজের অন্যায় এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রতিকার করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তাই পোপ বা যাজকরা নয়, পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হলেন রাষ্ট্রের কর্মচারীগণ। লুথারের এই মত ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছিল।

লুথার ক্যাথলিক ধর্মের বেশিরভাগ আচার অনুষ্ঠানকেই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। যেমন- যীশুখ্রিস্টের শেষ নৈশ ভোজের স্মরণে খাদ্য ও পানীয় হিসাবে রুটি এবং মদ গ্রহণ রীতি (ইউক্যারিস্ট উৎসব), পোপ কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে পাপমুক্তি বা দোষী ব্যক্তিদের পাদরি কর্তৃক শাস্তি গ্রহণ প্রভৃতি।

প্রচলিত ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লুথারের প্রতিবাদের ফলে ক্রুদ্ধ পোপের নির্দেশে সম্রাট পঞ্চম চার্লস ১৫২১ খ্রিঃ ওয়ার্মসে একটি আলোচনা সভা আহ্বান করেন। ওই সভায় উপস্থিত লুথারকে তাঁর মত পরিত্যাগ করতে বললে, লুথার তা অস্বীকার করেন। এই কারণে পোপের নির্দেশে রাজা পঞ্চম চার্লস লুথারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এর ফলে জার্মানির জনগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে- পোপের সমর্থনে ক্যাথলিক এবং লুথারের সমর্থনে প্রোটেস্টান্ট। ফলস্বরূপ জার্মানিতে গৃহযুদ্ধ। বেধে যায়।

জার্মানিতে চার্চ ও পোপতন্ত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পরবর্তী সময় তাঁর দেখানো পথ ধরেই জার্মানির প্রাশিয়া, স্যাক্সনি, ব্রান্ডেনবার্গ, হেস লুক্সেমবার্গ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর।মতবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

সীমাবদ্ধতা: লুথারের মতবাদের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল।
প্রথমত, লুথারের মতবাদ মূলত উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।
দ্বিতীয়ত, লুথারের আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল মূলত রাজশক্তি, জমিদার ও সামন্তপ্রভুরা।
তৃতীয়ত, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রতিবাদী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে লুথার ছিলেন মূলতঃ রক্ষণশীল।
একজন দুঃসাহসী ধর্মসংস্কারক হিসাবে পরিশেষে বলা যায়, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মার্টিন লুথার চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ষোড়শ শতকে প্রবল প্রতাপশালী পোপের একাধিপত্যকে অস্বীকার করা এবং যাজকতন্ত্রের যাবতীয় দুর্নীতি ও অনাচারের তীয় সমালোচনা করা নৈতিক দুঃসাহসিকতার পরিচয় ছিল।